দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 20 SEP 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ২ ...

জরাজীর্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয়

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমেই আমাদের শিক্ষাজীবন আরম্ভ হইয়া থাকে। সমাজের নূতন অতিথি বলিয়া এই শিক্ষার্থীদের জন্য আনন্দময় শ্রেণিকক্ষের ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। কিন্তু তাহা নাই। ইত্তেফাকের সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে প্রকাশ, কুষ্টিয়া ভেড়ামারার পরানখালী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবনটি তিন বছর ধরিয়া পরিত্যক্ত। ফলে পাঁচশত শিক্ষার্থী খোলা আকাশের নিচে ক্লাস করিতেছে। ইহাতে অভিভাবকগণ ছাত্রদের বিদ্যালয়ে পাঠাইতে আগ্রহ হারাইয়া ফেলিতেছেন। রোদ, বৃষ্টি, ঝড়ের মধ্যে ক্লাস করা ও পরীক্ষা নেওয়া অসম্ভব। এই অবস্থা চলিতে থাকিলে বিদ্যালয় বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইবে এবং ইহাতে এলাকার শত শত শিক্ষার্থী শিক্ষার মতো মৌলিক অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে। বিদ্যালয়টির শিক্ষকরা অভিযোগ করিয়াছেন, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার কারণে তিন বৎসর অতিক্রান্ত হইলেও ভবন নির্মাণ করা হয় নাই। বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সংসদ সদস্যসহ শিক্ষা অফিসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বিষয়টি অবহিত করিবার পরও কোনো ফলোদয় হয় নাই।

ইত্তেফাকের অন্য এক প্রতিবেদন হইতে জানা যায়, গাজীপুরের কাপাসিয়ায় জরাজীর্ণ ২৭ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মৃত্যু-ঝুঁকির মধ্যে পাঠদান চলিতেছে। উপজেলা শিক্ষা প্রকৌশল বিভাগ এবং শিক্ষা কমিটি ইতোমধ্যে ১৮টি বিদ্যালয় ভবন ও শ্রেণিকক্ষ পরিত্যক্ত ঘোষণা করিয়াছে। কেবল কাপাসিয়া নহে, সারাদেশে আরও উল্লেখযোগ্যসংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবকাঠামোও বেহাল ও জরাজীর্ণ। সংবাদপত্রে প্রায়শ এইসব খবর প্রকাশিত হইলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতেছেন না। উল্লেখ্য, দেশে বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৮১ হাজার ৫০৮টি। ইহার মধ্যে সরকারি বিদ্যালয় ৩৭ হাজার ৬৭২।

ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের কারণে কোথাও শিক্ষার্থীরা ক্লাস করিতেছে স্কুলের আঙ্গিনায়, কোথাও বা আশ্রয়কেন্দ্রে। ঝুঁকিপূর্ণ ভবন কিংবা ক্লাসরুমের এই চিত্রের বাহিরে আর চিত্র যে নাই, তাহা নহে। গত ২০ মে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের ৫শ' বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম উদ্বোধন করিয়াছেন। শিক্ষাব্যবস্থায় ডিজিটালাইজেশনের এই উদ্যোগ উৎসাহব্যঞ্জক। কিন্তু ইহার পাশাপাশি গ্রাম-গ্রামান্তরের শত শত প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের জীর্ণদশা বিসদৃশ।

এই বৎসরের বাজেটে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবকাঠামো ও শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করিবার নিমিত্ত বরাদ্দ প্রদান করা হইয়াছে। জানা যায়, ইতোমধ্যে ৫৮ হাজার ৩৫৯ কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষে বৃহৎ একটি প্রকল্প পিইডিপি-৩ (তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি) বাস্তবায়নের কাজ শুরু হইয়াছে। তবে এইরূপ জরাজীর্ণ ভবন লইয়া দেশের প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন সম্ভব নহে। সবকল স্কুলে শিশুদের জন্য মাল্টিমিডিয়ার ক্লাসরুম না হোক অন্তত ঝুঁকিমুক্ত ও নিরাপদ ক্লাসরুমের নিশ্চয়তা প্রদান আবশ্যক। ঝুঁকিপূর্ণ বিদ্যালয় চিহ্নিত করিয়া সংস্কার বা নূতন ভবনগুলি নির্মাণের কাজ দ্রুত শুরু করা জরুরি হইয়া পড়িয়াছে।